জা-আল হাক্ব ৭

# মহিলাদের মসজিদ গমন

## বিভ্রান্তি নিরসন

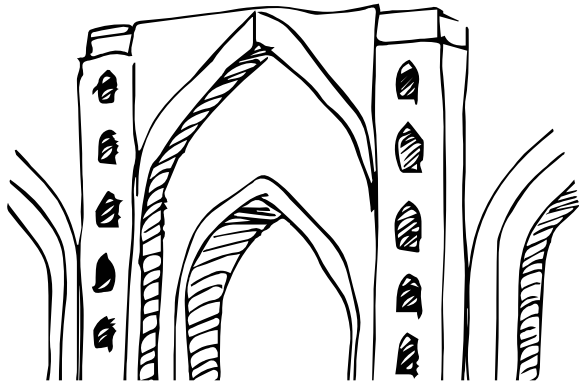

ব্রাদার রাহুল হুসাইন (রুহুল আমিন)

শাইখ আবু আহমাদ সাইফুদ্দিন বেলাল মাদানী
সম্পাদিত

# সম্পাদকের কথা

আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল 'আলামীন। ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু 'আলা রাসূলিহিল আমীন।

সালাত ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের অন্যতম বিধান যা প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ বিবেকসম্পন্ন নর-নারীর উপরই ফরজ। সেই সাথে পুরুষের জন্য মসজিদে নামাজ পড়ার বিধান নিয়ে কোন মতপার্থক্য নেই। এই বিধান কি শুধু পুরুষের জন্য নাকি নারীর জন্যেও? কুরআন ও হাদীসে এর সমাধান কি? নারীরা মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়তে পারবে কি না এ নিয়ে আমাদের সমাজে বিতর্ক পরিলক্ষিত হচ্ছে।

আমার স্নেহের ব্রাদার রাহুল হোসেন (রুহুল আমিন) ভারতের পশ্চিমবঙ্গের তরুণ দাঈ **"মহিলাদের মসজিদে গমন : বিভ্রান্তি নিরসন"** গ্রন্থটি প্রণয়ন করেছেন। বইটির আদ্যোপান্ত আমি পড়েছি। চমৎকারভাবে হাদীসের তাহক্বীক্ব ও তাখরীজসহ সম্পুর্ণ বইটি তথ্যসূত্রে দিয়ে উল্লেখ করেছেন। বইটি তে দুইটি অধ্যায় আছে প্রথম অধ্যায়ে মহিলাদের মাসজিদ গমন অনুমোদিত স্বপক্ষে ২১টি সহীহ্ হাদীস উল্লেখ করেছেন। আর দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিরোধিতাকারীদের দলীলের জবাব এবং যুক্ত খন্ডন করেছেন। এক কথায় বইটি উভয়ই দিক থেকেই অনেক সুন্দর হয়েছে। বইটি থেকে আলিম এবং সাধারণ পড়ুয়া সব শ্রেণীর ব্যাক্তি উপকৃত হতে পারবেন বলে মনে করছি।

আল্লাহ লেখকের পরিশ্রমকে কবুল করুন এবং বইটি কবুল করে নিন। আ-মিন।

আবু আহমাদ সাইফুদ্দিন বেলাল

# লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবনী

**নাম:** ব্রাদার রাহুল হোসেন-রুহুল আমিন

**জন্ম:** ১৯৯২ সালে ভারতের মুর্শিদাবাদ জেলার জলঙ্গী নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

বংশ: পিতা বেলায়েত হোসেন ও মাতা রহিমা বিবি। মূলত ব্রাদার রাহুল মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তবে তার পিতা হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছিল। বিবাহের পূর্বেই হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে মুসলিম হয়েছে। ১৯৮৮ সালে তার পিতা ইসলাম গ্রহণ করে। তার পিতার ইসলামপূর্ব নাম ছিল বিমল দাস। পরিবারে তারা দুই ভাই ও দুই বোন। সে পরিবারে ভাই-বোনদের মধ্যে তৃতীয়।

**শিক্ষা জীবন:** বাল্যকালে তিনি গ্রামের প্রাইমারি স্কুলে লেখাপড়া করেন তারপর লেখাপড়া করেন জলঙ্গী হাইস্কুলে । ২০১৫ সালে নদীয়া জেলার কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসের স্নাতক (বি, এ) করেন।

**দ্বীনের দ্বাঈ:** ২০১২ সালে ড. জাকির নায়েকের 'কুরআন এন্ড মডার্ন সায়েন্স' লেকচার শুনার পর থেকে তিনি ইসলামের পথে আসেন। অতঃপর সমাজে ইসলামের নামে প্রচলিত ভ্রান্ত আকিদাসমূহের বিরুদ্ধে লেখালেখি, আলোচনা ও সমালোচনা করা শুরু করেন। ভারতের বিভিন্ন রাজ্য যেমন পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, ঝাড়খন্ড এবং দেশের বাইরে বাংলাদেশের বিভিন্ন জালসা ও ওয়ায মাহফিলে তিনি এখন নিয়মিত অংশগ্রহণ করে থাকেন। গত কয়েক বছরে তিনি হিন্দু, খ্রিস্টান ও নাস্তিকদের সাথে বিতর্কে অংশগ্রহণ করে বেশ সাড়া জাগিয়েছেন। এছাড়া অনলাইনে রয়েছে তার সরব পদচারণা। ইসলামের নামে প্রচলিত ভ্রান্ত আক্বীদাসমূহের প্রচারকদের সাথেও তিনি বিতর্কে অংশগ্রহণ করে থাকেন। তরুণ বয়সেই দ্বীন প্রচারে তার সাহসী ও আত্মবিশ্বাসী ভূমিকা যথেষ্ট প্রশংসা কুড়িয়েছে।

# সূচি


| | |
|---|---|
| ভূমিকা | ৯ |
| **প্রথম অধ্যায়** | ১০ |
| মহিলাদের মসজিদ গমন অনুমোদিত ২১টি দলীল | ১০ |
| ফজরের ছালাতে মহিলারা মসজিদে উপস্থিত হতেন | ১২ |
| এশার ছালাতে মহিলারা মসজিদে উপস্থিত হতেন | ১৪ |
| উমার ﵁-এর স্ত্রী ফজর এবং এশার ছালাতে মসজিদে উপস্থিত হতেন | ১৭ |
| মহিলাদের মসজিদে আসতে নিষেধ করা যাবে না | ১৯ |
| জুম্মা মসজিদে মহিলা সাহাবী | ২২ |
| নফল সালাতে মসজিদে মহিলা সাহাবী | ২২ |
| ফজর ও ঈশার নামাজে মসজিদে মহিলা সাহাবী | ২৩ |
| দু' ঈদের নামাজে মহিলা সাহাবী | ২৪ |
| সূর্যগ্রহণ এর নামাজে মহিলা সাহাবী | ২৪ |
| ই'তিকাফ মহিলা সাহাবী মসজিদে | ২৫ |
| মহিলাদের মসজিদে গমনের শর্তাবলি | ২৭ |
| প্রথম শর্ত পরিপূর্ণ হিজাব পরিধান | ২৭ |
| দ্বিতীয় শর্ত: সুগন্ধি সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করা | ২৭ |
| তৃতীয় শর্ত: সাজসজ্জা ত্যাগ করা | ২৮ |
| মহিলাদের জন্য ঘরে সালাত পড়াই বেশি উত্তম | ৩০ |

| | |
|---|---|
| **দ্বিতীয় অধ্যায়** | ৩১ |
| মহিলাদের মসজিদে যাওয়া মাকরূহ দলিলের জবাব | ৩১ |
| প্রথম দলীল : আতেকা ﵂ ঐতিহাসিক ঘটনার তাহকীক | ৩১ |
| দ্বিতীয় দলীল : আয়িশাহ্ ﵂ ফাতওয়ার পর্যালোচনা | ৩৩ |
| হানাফীদের উসূলের ভিত্তিতে হাদীছটি আমল যজ্ঞ নয় | ৩৮ |
| তৃতীয় দলীল : ফিতনার যুগ, তাই নারীদের মসজিদে যাওয়া হারাম এর জবাব | ৪২ |
| চতুর্থ দলীল : মহিলাদের ঘরে সালাত আদায় করা উত্তম হাদীছের জবাব | ৪৩ |
| পুরুষদের জন্য সুন্নান, নফল সালাত বাড়িতে পড়া উত্তম | ৪৭ |
| পঞ্চম দলীল : মহিলাদের জন্য জুম্মার সালাত ফরজ নয় হাদীছের জবাব | ৪৮ |
| ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ এর ফাতওয়া | ৪৯ |
| আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ তার আম্মাকে নিয়ে মসজিদে তারাবিহ পড়তেন | ৫০ |
| নিজের ফাঁদে নিজেই | ৫১ |
| উপসংহার | ৫৫ |
| **প্রশ্নোত্তর পর্ব** | ৫৬ |
| আমাদের প্রকাশিত বইসমূহ | ৬১ |

# ভূমিকা

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য যিনি শিক্ষা দিয়েছেন কলমের সাহায্যে। অতঃপর দরূদ ও সালাম তার প্রিয় হাবীব সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নাবী মুহাম্মাদ, তাঁর পরিবারবর্গ, সাহাবায়ে কেরাম এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগত সালেহীনের উপর বর্ষিত হোক।

মহিলাদের জন্য মসজিদে গিয়ে জামাআতের সঙ্গে সালাত/নামাজ আদায় করার বিধান কী? এ ব্যাপারে আলিমগণের মধ্যে অনেক মতভেদ রয়েছে। কথা হচ্ছে, মহিলাদের জন্য মসজিদে গিয়ে সালাতের জামাআতে হাজির হওয়া বৈধ, জামাআত ছাড়াও মসজিদে গিয়ে সালাত পড়া বৈধ, যদি মসজিদে পুরুষদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ও পরিপূর্ণ পর্দার ব্যবস্থা থাকে। মসজিদে গমনের ব্যাপারে হাদীস এসেছে; এই বিষয়ের স্পষ্ট সমাধান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদীসের মধ্যেই বিদ্যমান। বক্ষ্যমান প্রবন্ধে আমরা কিছু হাদীস নিয়ে আলোচনা করব এবং মাসআলাটির সমাধান করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

মহিলাদের মসজিদে গমন প্রসঙ্গে আহলেহাদীসদের সিদ্ধান্ত : মহিলারা পাঁচ ওয়াক্ত সালাত মসজিদে গিয়ে আদায় করতে পারবে (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, হা. ১০৫৯)। তবে তাদের জন্য ঘরেই সালাত আদায় করা উত্তম (আবূ দাউদ, হা. ৫৬৭; সহীহুত তারগীব, হা. ৩৪৩; মিশকাত, হা. ১০৬২)। জুমুআর সালাতে তাদের জন্য মসজিদে যাওয়া ভালো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'তোমরা মহিলাদের মসজিদে যেতে নিষেধ করো না' (মুসলিম, হা. ৪৪২; মিশকাত, হা. ১০৮২)। তবে মহিলাদের জন্য ঈদের মাঠে যাওয়া জরুরি (বুখারী, হা. ৩৫১; মুসলিম, হা. ৮৯০; মিশকাত হা. ১৪৩১)।

# প্রথম অধ্যায়

এই অধ্যায়ে মহিলাদের মসজিদে গমনের বৈধতার ব্যাপারে ২১টি প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে হানাফী, দেওবন্দী ও ব্রেলভীদের পক্ষ থেকে মহিলাদের মসজিদ গমন নিষিদ্ধ হওয়ায় স্বপক্ষে যেসমস্ত দলীল দিয়ে থাকে, সেসবের খণ্ডন করা হয়েছে।

## মহিলাদের মসজিদে গমনের অনুমোদন সম্পর্কিত ২১টি দলীল

### হাদীস-১

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ بِاللَّيْلِ إِلَى المَسْجِدِ، فَأْذَنُوا لَهُنَّ.

ইবন উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যখন তোমাদের নারীরা রাতে মসজিদে যেতে অনুমতি চায়, তখন তাদের অনুমতি প্রদান করো'।[১]

১. বুখারী, হা. ৮৬৫, ৮৭৩, ৮৯৯, ৯০০, ৫২৩৮; ইসলামিক ফাউন্ডেশন: ৮২৩; মুসলিম, হা. ৪৪২; আহমাদ, হা. ৫২১১; শারহুস সুন্নাহ লিল বাগাবী, হা. ৮৬২, ৩/৪৪০ পৃষ্ঠা

**ফিক্‌হ:**

ক) নারীদের মসজিদে যাওয়া জায়িয।

খ) মহিলারা স্বামীর কাছে অনুমতি চাইলে, অনুমতি দেওয়া উচিত।

গ) রাতেও নারীরা মসজিদ যেতে পারবে।

## হাদীস-২

عَنْ هِنْدَ بِنْتِ الحَارِثِ،أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَخْبَرَتْهَا: أَنَّ النِّسَاءَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّ إِذَا سَلَّمْنَ مِنَ المَكْتُوبَةِ، قُمْنَ وَثَبَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ صَلَّى مِنَ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللَّهُ، فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ الرِّجَالُ

হিন্দ বিনতে হারিস রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, নিশ্চয়ই উম্মু সালামা রাযিয়াল্লাহু আনহা তাকে জানিয়েছেন যে, নারীরা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সময় ফরয সালাতের সালাম ফিরানোর সঙ্গে সঙ্গে উঠে যেতেন; আর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার সঙ্গে সালাত আদায়কারী পুরুষরা আল্লাহ যতক্ষণ ইচ্ছা করেন ততক্ষণ অবস্থান করতেন। অতঃপর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁড়াতেন, তখন পুরুষরাও উঠে যেতেন।[২]

২. বুখারী, হা. ৮৬৬, ৮৩৭, ইসলামিক ফাউন্ডেশন: ৮২৪, নাসাঈ, হা. ১৩৩৩; আহমাদ, হা. ২৬৬৮৮; সুনানুল কুবরা লিন নাসাঈ হা. ১২৫৭; আবূ ইয়ালা, হা. ৬৯৮৩; ইবন খুযাইমাহ হা. ১৭১৮; ইবন হিব্বান, হা. ২২৩৩-২২৩৪, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী, হা. ৩০৫৫

# ফজরের সালাতে মহিলারা মসজিদে উপস্থিত হতেন

## হাদীস-৩

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُصَلِّي الصُّبْحَ، فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ، مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الغَلَسِ

আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ফজরের সালাত শেষ করতেন, তখন নারীরা চাদরে সর্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করে ঘরে ফিরতেন। অন্ধকারের দরুন তাদেরকে (তখন) চেনা যেত না'।[৩]

## হাদীস-৪

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ قُلْتُ لِعَمْرَةَ: أَوَمُنِعْنَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ

আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, 'যদি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতেন যে, নারীরা কী অবস্থা সৃষ্টি করেছে, তাহলে বনী ইসরাঈলের নারীদের যেমন বারণ করা হয়েছিল, তেমনি এদেরকেও মসজিদে আসা নিষেধ করতেন। (রাবী বলেন) আমি আমরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহা-কে জিজ্ঞেস করলাম, তাদের কি নিষেধ করা হয়েছিল? তিনি বললেন, হ্যাঁ।[৪]

৩. বুখারী, হা. ৮৬৭, ৩৭২; ইসলামিক ফাউন্ডেশন: ৮২৫; মুসলিম, হা. ৬৪৫; নাসাঈ, হা. ৫৪৫; আবূ দাউদ, হা. ৪২৩; তিরমিযী, হা. ১৫৩; মালিক, হা. ৪; মুসনাদ আবী দাউদ, হা. ১৫৬২; মুসনাদুশ শাফিঈ, হা. ১২২

৪. বুখারী, হা. ৮৬৯, ইসলামিক ফাউন্ডেশন: ৮২৭; মুসলিম, হা. ৪৪৫; আহমাদ, হা. ২৬০৪১

**ফিকহ:**

এই হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হলো যে, পূর্বের শরীয়তে নারীদের মসজিদ গমনে নিষেধাজ্ঞামূলক হুকুমটি মানসূখ বা রহিত হয়ে গেছে। তাই এখনকার শরীআতে তা আর রহিত নেই। বরং তারা এখন মসজিদে সলাত আদায় উদ্দেশ্য গমন করতে পারবে। তাছাড়া যদি বর্তমানে মসজিদে গমণ নিষেধ হতো, তাহলে আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা বলতেন না যে, যদি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতেন যে, নারীরা কী অবস্থা সৃষ্টি করেছে, তাহলে বনী ইসরাঈলের নারীদের যেমন বারণ করা হয়েছিল, তেমনি এদেরকেও মসজিদে আসা নিষেধ করতেন। নিষেধ করেননি বলেই আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা ব্যক্তিগত মতামত পেশ করতে গিয়ে এভাবে বলেছেন:

নারীরা তাদের কোলের শিশুসহ মসজিদে জামাআতে সালাত আদায় করতে যেতেন।

## হাদীস-৫

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي لَأَقُومُ إِلَى الصَّلاَةِ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلاَتِي كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ»

আবদুল্লাহ ইবন আবূ কাতাদাহ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আমি সালাতে দাঁড়াই আর আমি তাতে (সালাতের মধ্যে) দীর্ঘায়িত করতে ইচ্ছা করি। অতঃপর শিশুর কান্না শুনতে পেয়ে আমি সালাত সংক্ষিপ্ত করি এই আশঙ্কায় যে, (বাচ্চার কান্না) তার মায়ের জন্য কষ্টদায়ক হবে'।[৫]

৫. বুখারী, হা. ৭০৭, ৮৬৮, ইসলামিক ফাউন্ডেশন: ৮২৭; নাসাঈ, হা. ৮২৫; আবূ দাউদ, হা. ৭৮৯; ইবনু আবী শাইবাহ, হা. ৪৬৭৮; আহমাদ, হা. ২২৬০২; সুনানুল কুবরা লিল নাসাঈ, হা. ৯০১; সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকী, হা. ৫২৮০

### হাদীস-৬

أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنِّي لَأَدْخُلُ فِي الصَّلاَةِ وَأَنَا أُرِيدُ إِطَالَتَهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلاَتِي مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ مِنْ بُكَائِهِ»

আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আমি সালাতের মধ্যে প্রবেশ করি এবং আমি তা দীর্ঘ করার ইচ্ছা করি। কিন্তু (পরে) শিশুর কান্না শ্রবণ করি। ফলে আমার সালাত সংক্ষেপ করে ফেলি। কেননা শিশু কাঁদলে মায়ের মন যে খুবই বিষণ্ন হয়ে পড়ে তা আমি জানি।'[৬]

**ফিকহ:**

নারীরা তাদের কোলের শিশুসহ মসজিদে জামাআতে সালাত আদায় করতে যেতেন।

## এশার সালাতে মহিলারা মসজিদে উপস্থিত হতেন

### হাদীস-৭

أَنَّ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةَ، كَانَتْ تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ فَلَا تَطَيَّبْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ«

যায়নাব সাকাফী রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যখন তোমাদের মধ্য হতে কোনো নারী

৬. বুখারী, হা. ৭০৯, ৭১০, ইসলামিক ফাউন্ডেশন: ৬৭৪; আবূ ইয়ালা, হা. ৩১৫৮; সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকী হা. ৪০৪২; শারহুস সুন্নাহ লিল বাগাভী হা. ৮৪৫; সহীহ ইবনু খুযাইমা হা. ১৬১০

ইশার সালাতে (জামাআতের জন্য মসজিদে) উপস্থিত হয়, তখন সে যেন এই রাতে সুগন্ধি না লাগায়'।[৭]

**ফিকহ:**

ক) নারীদের মসজিদে যাওয়া জায়িয।

খ) রাতেও নারীরা মসজিদে যেতে পারবে।

গ) মহিলারা সুগন্ধি দিয়ে মসজিদে যেতে পারবে না।

ঘ) উক্ত হাদীস মহিলাদের মসজিদ গমন নিষেধের দলীল নয়। বরং মহিলারা মসজিদ যেতে পারবে কিছু শর্ত সাপেক্ষে।

## হাদীস-৮

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ، وَلَكِنْ لِيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلَاتٌ

আবূ হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'নারীদেরকে আল্লাহর মসজিদসমূহ থেকে নিষেধ করবে না। কিন্তু তারা যেন (সুগন্ধি ব্যতীত) সাদামাটা কাপড়ে বের হয়'।[৮]

**ফিকহ:**

ক) নারীদের মসজিদে যাওয়া জায়িয।

খ) 'মহিলাদের মসজিদে গমন মাকরূহ' এই ফাতওয়া হাদীসবিরোধী।

৭. মুসলিম, হা. ৪৪৩; আল-জামে বাইনাল বুখারী ওয়া মুসলিম হা. ৩৫৪৪; জামেউল উসূল ফী হাদীসূর রাসূল, হা. ২৯২৭

৮. আবূ দাউদ, হা. ৫৬৫, আহমাদ, ২/৪৩৮, ৪৭৫, ৫২৮; দারিমী, হা. ১২৭৯; ইবনু খুযাইমাহ হা. ১৬৭৯; মুসনাদে হুমাইদী হা. ৯৭৮; শাইখ আলবানী, আরনাউত, মাশহুর হাসান, যুবায়ের আলী যাঈ সকলেই সনদ সহীহ বলেছেন। তাহকীক আবূ দাউদ, হা. ৫৬৫

গ) স্বামীর কাছে অনুমতি চাইলে, অনুমতি না দেওয়া হাদীসবিরোধী হবে।

ঘ) মহিলারা সুগন্ধি দিয়ে মসজিদে যেতে পারবে না।

ঙ) উক্ত হাদীস মহিলাদের মসজিদ গমন নিষেধের দলীল নয়। বরং মহিলারা মসজিদ যেতে পারবে কিছু শর্ত সাপেক্ষে।

## হাদীস-৯

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ : كَانَ رِجَالٌ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاقِدِي أُزْرِهِمْ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ، كَهَيْئَةِ الصِّبْيَانِ، وَيُقَالُ لِلنِّسَاءِ : لاَ تَرْفَعْنَ رُءُوسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسًا

সাহল ইবন সা'দ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, লোকেরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে শিশুদের ন্যায় নিজেদের লুঙ্গি কাঁধে বেঁধে সালাত আদায় করত। আর নারীদেরকে বলা হলো, পুরুষদের সোজা হয়ে বসা পর্যন্ত তোমরা তোমাদের মাথা উত্তোলন করবে না।[৯]

৯. বুখারী, হা. ৩৬২, ৮১৪, ১২১৫; ইসলামিক ফাউন্ডেশন, হা. ৩৫৫, মুসলিম, হা. ৪৪১; মুসনাদ আহমাদ হা. ২২৮১০; ইবন হিব্বান হা. ২৩০১